ইরাক এখন মানবাধিকারের বধ্যভূমি

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

ছবিগুলো প্রকাশ-অযোগ্য। কাজেই লিখতে হচ্ছে। অথচ ইন্টারনেটে সহজলভ্য অসংখ্যা ছবির একটিও যদি কোনো রকম সেন্সর ছাড়া ছাপানো যেত, এতো বাক্য খরচের প্রয়োজন হতো না। ইরাকি নারীদের প্রতি মার্কিন সেনাদের বর্বরতার বর্ণনার জন্য ভাষা পর্যাপ্ত নয়, হয়তো ছবিও অপর্যাপ্ত। তারপরেও লিখতে হচ্ছে এবং হবে।

ইরাক এখন বধ্যভূমি। দু'বছর আগে মার্কিন দখলদারিত্ব কায়েমের পর দজলা-ফোরাত অববাহিকায় মানবাধিকারের যাবতীয় সংজ্ঞা মুছে ফেলা হয়েছে। ইরাকিদের জানমাল এখন নির্ভর করে মার্কিন সেনাদের 'মুডের' ওপর। মার্কিন বুলেটে নিহত যেকোনো ব্যক্তিই হয়ে যান 'সন্ত্রাসী', 'আল-কায়েদার সদস্য, আবু মুসার অনুচর। এসব হত্যাকান্ডের কোনো জবাবদিহিতা নেই মার্কিন সেনাবাহিনীতে!

জবাবদিহিতা যেখানে নেই, 'অপকর্মের' লাইসেন্সপ্রাপ্ত সৈনিকেরা সেখানে যা খুশি তাই করবে, এটাই স্বাভাবিক। বুশের বেয়াড়া বাহিনী আবু গারিব কারাগারে সেই 'স্বাভাবিক' কাজটাই করেছিল। গত বছর আবু গারিব কারাগারের বন্দি নির্যাতনের ছবিগুলো যখন প্রকাশ পায়, সবাই শিউরে ওঠে। মানবাধিকারের প্রবক্তা দেশটির ডিফেন্স কলেজে 'জেনেভা কনভেশনের' কোর্স করে আসা সৈনিকরা যে কারাগারে ইরাকি বন্দিদের নির্যাতন করে তা অভিনব এবং কুরুচিপূর্ণ। সে সময় পত্র-পত্রিকায় সমালোচনার ঝড় উঠলে মার্কিন প্রশাসন অভিযুক্ত সৈনিকদের বিচারের নামে এক নাটক মঞ্চস্থ করে। সম্প্রতি সেই নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, প্রধান চার অপরাধী-কুশীলব নির্যাতনের দায় থেকে বেকসুর খালাস পেয়েছেন। দীর্ঘ তদন্তের পর সিনেট কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন 'অভিযুক্তদের' অধিকাংশই নিরপরাধ!

আবু গারিবের নির্যাতন চিত্র

এরকম প্রহসন নাটকের পর ইরাকে দখলদার মার্কিন বাহিনীর আচরণে যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসার কথা নয়, আসেওনি। এবার মার্কিন সেনাদের নিগ্রহের শিকার ইরাকি নারী বন্দিরা। প্রযুক্তির কল্যাণে নির্যাতনের যেসব ছবি আমাদের হাতে এসেছে তা শুধু সেনাদের পাশবিকতা নয়, মার্কিন সমাজের এক গভীর ক্ষমতাকে উন্মুক্ত করে ছবির বর্ণনা শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করবে। এটুকু বলা যায়, মার্কিন সেনাদের যৌন বিকৃতির চরম প্রকাশ ঘটেছে নির্যাতনের কায়দায়। এই নির্যাতন বন্দিদের কাছ থেকে কথা আদায়ের নির্যাতন নয়, স্রেফ বিকারগ্রস্ত মার্কিন সেনাদের মনস্তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ।

কারাগারের ভেতরে এবং বাইরে নারীদের নির্যাতনের ছবি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার ওয়েবসাইটে পাওয়া গেছে নির্যাতিত নারীদের বর্ণনা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তল্লাশি চালানোর নামে ঘরে ঢুকেছে মার্কিন বাহিনী। এরপর তুলে গিয়ে এসেছে কোনো নারীকে। এমনই নির্যাতিত এক-দুই সন্তানের জননী মানবাধিকার কর্মীদের জানিয়েছেন তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। অপহৃত হবার পর মার্কিনি সেনাদের যাবতীয় দাবি মেটানোর পরও তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ফোরাতের তীরে, হত্যা করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য। দুই সন্তানের দোহাই দিয়ে অবশেষে বেঁচে ফিরেন সেই নারী। মার্কিন সেনাদের বর্বরতার হাত থেকে রেহাই পায়নি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়েরর ছাত্রীরাও। বিভিন্ন ওয়েবসাইটে তাদের কথাও রয়েছে।

অবাক ব্যাপার, নারীদের মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন সত্ত্বেও বিশ্বের তাবৎ মিডিয়া বলতে গেলে এক রকম নিশ্চুপ। সুদানে জাঞ্জাদি মিলিশিয়াদের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ খ্রিষ্টান নারীদের নির্যাতিত হবার ঘটনা নিয়ে বিবিসি সাম্প্রতিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন অনেকের মনে পড়বে। অথচ ইরাকি নারীদের প্রতি নির্যাতনের ব্যাপারে তারা কেবল সংবাদ পরিবেশন করেই খালাস, অনুসন্ধান তো পরের কথা। নির্যাতনকারী মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে কেন ত্বরিত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। এই প্রশ্নও তোলেনি বিবিসি, সিএনএন কিংবা অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম। কেন? উত্তর একটাই: কালপ্রিট এখানে আমেরিকা। পরন্তু মানবাধিকারের সংজ্ঞা নির্ধারণের একক এখতিয়ার আমেরিকার। সবচেয়ে বড় কথা, নির্যাতিতা নারীরা ইরাকি, আরব এবং মুসলমান।

ইরাকে তথাকথিত 'নির্বাচিত' সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার অনুচরদের প্রায়শই আত্মতুষ্টির ঢেঁকুর তুলতে দেখা যায়। ভাবখানা এমন যে, ইরাক এখন সব পেয়েছির দেশ। ইরাক যে এখনো একটি পরাধীন দেশ, তা বোঝা যায় বন্দি নির্যাতনের ব্যাপারে 'নির্বাচিত' সরকারের

Ave Mwi‡e wbhvZ‡bi Awf‡hv‡M wKiwcb¯‹i c`vebvZ n‡q‡Q

প্রতিক্রিয়া থেকে। ইব্রাহিম জাফরির সরকার একেবারেই বোবা থেকেছে এ ব্যাপারে। অথচ একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উচিত ছিল মার্কিন সেনাদের ইরাকের মাটিতে কঠিন সাজা দেয়া। দুঃখের বিষয়, জাফরির সেই ক্ষমতা নেই। তিনি প্রেসিডেন্ট বুশের 'কাঠের পুতুল' মাত্র।

মার্কিন বাহিনী প্রায়ই খবর দেয়, ইরাক ছেয়ে ফেলেছে আল-কায়েদার সদস্যরা। তারা মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে হামলা

gwKb ˆmb¨iv BivKx bvix‡`i gvbewaKvi jsN‡b e¨¯—

করছে। অপহরণ করছে বিদেশী বিশেষত পশ্চিমা নাগরিকদের। পশ্চিমা নাগরিকদের অপহরণের এই খবর সত্য। মাঝে মধ্যে এসব অপহৃতদের মধ্যে নারীরাও থাকেন। এ পর্যন্ত বেশকিছু সংখ্যক নারী আটক হয়েছেন ইরাকের ইসলামী জঙ্গিদের হাতে। কেবল কেয়ার কর্মী মার্গারেট হাসানের কথা বাদ দিলে, কোনো ক্ষেত্রে অপহৃত নারী জঙ্গিদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এমন কথা জানা যায়নি। এমনকি মুক্তিপ্রাপ্ত অনেকেই বলেছেন, অপহরণকারীরা তাদের সঙ্গে শালীন আচরণ করেছে। নারীর প্রতি আচরণকে সূচক ধরলে দেখা যায়, ইরাকের ইসলামী জঙ্গিরা প্রশিক্ষিত মার্কিন সেনাদের চেয়ে অনেক বেশি সুসভ্য।

ইতিহাসে ব্লেয়ার

ঠেকানো গেলো না তার বিজয়। ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা টনি ব্লেয়ার ইতিহাস সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন। পর পর তিনবার পার্লামেন্ট নির্বাচনে দলকে বিপুল ব্যবধানে জয়ী করে তিনি ব্রিটেনের ইতিহাসে দ্বিতীয় রাজনীতিক হিসেবে আবির্ভূত হলেন। প্রথমজন রক্ষণশীল দলের নেত্রী মার্গারেট থ্যাচার।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে, টনি ব্লেয়ারের জনপ্রিয়তা আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে কিংবা লেবার পার্টির জয়ের ব্যবধান আগের দুটি নির্বাচনের তুলনায় অনেকটা কমেছে, এটা কনজারভেটিভ পার্টির কাছে কোনো সান্ত্বনা নয় বা তা হতে পারে না। তারা ভোটারদের দ্বারা উপর্যুপরি তিনবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, সেটাই বড় কথা। সত্য কথা হলো, লেবার পার্টির ১৬৭ আসনের সংসদীয় গরিষ্ঠতা এবার অর্ধেকের বেশি কমে গেছে। এটাও সত্য যে, বিজয়ী দল হয়েও লেবার পার্টির তরফে প্রদত্ত ভোটের মোট ৩৬ শতাংশ দখল করার নজিরও ব্রিটিশ নির্বাচনী ইতিবৃত্তে খুব বেশি নেই। কিন্তু টনি ব্লেয়ারের এ জনপ্রিয়তা কমার পেছনে কনজারভেটিভদের কোনো কৃতিত্ব নেই। এর জন্য অংশত দায়ী ব্লেয়ার সরকারের ইরাকনীতি এবং নাগরিক শ্রেণীর মধ্যে সেই নীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

রক্ষণশীলদের পরাজয়ের কারণ আক্ষরিক অর্থেই দলের রক্ষণশীল থেকে যাওয়া। যুগধর্মের সঙ্গে এ দল নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেনি। প্রধানত সম্ভ্রান্ত উচ্চবর্গীয়দের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী এ দল একবিংশ শতকেও রাজপুরুষ ও অভিজাতদের সংকীর্ণ আর্থ-সামাজিক স্বার্থের বাইরে থাকতে পারেনি। এখনো এ দল অভিজাতদের বিশেষ অধিকার রক্ষায় অতিমাত্রায় সচেতন। খেকশিয়াল শিকারের মতো মধ্যযুগীয় রাজকীয় খেলা অব্যাহত রাখার পক্ষপাতি। এ ধরনের শিকার রাজা-যুবরাজদের প্রিয় শখ হতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্রে যে এজন্য কোনো বনাঞ্চল সংরক্ষণ করে রাখা যায় না, এ বাস্তববোধটুকুও তাদের নেই। এখনো ক্ষুদ্র ইংল্যান্ডের মানসিকতা অতিক্রম করে স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড, ওয়ালশ প্রভৃতি উপদ্বীপের সঙ্গে মূল ব্রিটিশ ভূখন্ডের সংহতির বিষয়টি তারা ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিবাসন প্রশ্নে দলের অবস্থান। যে দেশের অন্তত ৭০টি আসনে অভিবাসীদের ভোট নির্ণায়ক, সেখানে অভিবাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের মূল্য তো দিতেই হবে। অভিবাসীরা, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এশীয়, তারা ব্রিটেনের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করছেন, এই বাস্তবতা সম্পর্কে অন্ধতাই এমন মনোভাবের কারণ।

ব্লেয়ার চতুর্থ দফায় প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হবেন না, এটা জানিয়ে দিয়েছেন। এরই মধ্যে লেবার পার্টিতে ব্লেয়ারের উত্তরসূরি হিসেবে বর্তমান প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী গর্ডন ব্রাউনের নাম উচ্চারিত হচ্ছে। কনজারভেটিভ দলের নেতা মাইকেল হাওয়ার্ডকে অতএব আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। আসলে ততদিন অপেক্ষা করতে হবে, যতদিন এ দল নিজেকে পাল্টে না ফেলবে।

জামান আরশাদ